Keywords:
Happiness
Tranquility
Guardian

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

7 June 2024 / 29 Zulkaedah 1445H

পারিবারিক শান্তি বজায় রাখা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ خَيْرِ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا، وَاصْطَفَاهُ عَلَى سَائِرِ الأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ بِأَحْسَنِ الشَّرِيعَةِ مَنْهَجًا وَطَرِيقًا، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِ المُرسَلِينَ، حَبِيبِنَا الكَرِيمِ، وَرَسُولِنَا العَظِيمِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجمَعِينَ. أَمَّا بَعدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، أُوصِيكُم وَنَفْسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সকল আদেশ পালন করে ও সকল নিষেধ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করে যাই। আমরা যে পরিবার নির্মান করি ও যে পারিবারিক বন্ধন তৈরী করি, তা দৃঢ় ও মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত হোক।

সম্মানিত সুধী,

গত মাসের খুতবাতে আমরা আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য, আমাদের পরিবার ও আমাদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য পরিকল্পনার গুরুত্বের কথা আলোচনা করেছি। এই মাসের খুতবাতে আমরা

আমাদের নবী করিম (সঃ) এর বিদায় হজ্ব-এর বক্তৃতায়ে পরিবারের ওপর দেয়া বক্তব্যগুলি থেকে নেয়া কিছু শিক্ষার ওপর আলোকপাত করব। বিদায় হজ্বের একটি উপদেশের দিকে আমরা নজর দিব;

فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

অর্থঃ মহিলাদের বিষয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি সজাগ থাকতে হবে কারণ তুমি তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছ থেকে আমানত হিসাবে নিয়েছ এবং তোমাদের ভেতরের নিবিড় সম্পর্ক মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কর্তৃক আইনানুগ করে দেয়া হয়েছে। (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

সুবহানাল্লাহ! আমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে নবী করিম (সঃ) এর সুন্দর উপদেশটি আমরা পরিলক্ষিত করি। তিনি স্বামীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, স্ত্রীদের অধিকারকে সমুন্নত রাখতে এবং তাঁদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পছন্দের পথে পরিচালিত করতে। একজন স্বামীর অবশ্যই তাঁর স্ত্রীকে সম্মান করা উচিত, তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা এবং দয়া প্রদর্শন করা উচিত। আসলে, একজন মানুষ যখন বলেন, " আমি এই বিবাহ মেনে নিলাম", তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

সন্দেহ নাই যে প্রতিটি বিবাহিত দম্পতি তাদের জীবনে সুখ ও শান্তি প্রত্যাশা করে। কাজেই, আমাদের উচিত সাকিনাহ (শান্তি), মাওয়াদ্দাহ, ও রাহমাহ তে পরিপূর্ণ একটি সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় সব অধিকার নিশ্চিত করা ও দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা।

আমার ভাইয়েরা, মনে রাখবেন একজন স্বামী তার স্ত্রীর অভিভাবক স্বরূপ। ইমাম আল-গাজ্জালী তাঁর মাজমুয়াহ রাসাইল নামক গ্রন্থে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণ কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "সুন্দর মিথষ্ক্রিয়া , সদয় কথাবার্তা, ভালবাসার প্রদর্শন, সারাক্ষণ স্ত্রীর দোষত্রুটি না ধরা, এবং স্ত্রী ভুল করলে তা মার্জনা করা ইত্যাদি হল একজন স্বামীর জন্য সঠিক আচরণ। আরও আছে, স্ত্রীর সম্পদ রক্ষা করা, ঝগড়াঝাটি না করা, তার প্রয়োজনের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য না করা, তার পরিবারকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানো, এবং সবসময় ভাল প্রতিশ্রুতি দেয়া।

এটাই হল ইসলামের নির্দেশনা। একজন স্বামী যখন তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, তখন তিনি সংসারে একটি নৈকট্য, সুখ ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

উপস্থিত প্রিয় সুধী,

আমরা জানি যে দাম্পত্যজীবন চ্যালেঞ্জ মুক্ত নয়। প্রতিটি সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে সতর্কতার সাথে যাতে ভুল ত্রুটিগুলি অন্যের গোচরে না আসে। তবে, তাতে যদি পারিবারিক সন্ত্রাসের মত বিপদের সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা উপেক্ষা করা উচিত না।

পারিবারিক নির্যাতন যে কারও বেলায় হতে পারে, তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ থেকে হোক বা পিতামাতার সাথে সন্তানের বিবাদ থেকে। ইহা বিভিন্ন রকমের হতে পারে, শারীরিক, মানসিক এবং অনুভূতির পীড়ন। আমরা যদি ঈমানদার হই তাহলে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত যে ইসলামের মহৎ শিক্ষা কি কাউকে তার নিজ পরিবারের সদস্যদের ক্ষতি করার, ভীতি প্রদর্শন করার, বলপ্রয়োদ করার, কিংবা তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করার অনুমতি দেয়? অবশ্যই না। কারণ তা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

প্রিয় সুধী,

আমরা মুসলিম পরিবারে পারিবারিক সন্ত্রাসকে অনুমোদন করতে পারি না বা তা দেখে চুপ করে থাকতে পারি না। পারিবারিক সন্ত্রাস ব্যাক্তিগত কোন ব্যাপার নয়। বিশ্বাসীদের সমাজ হিসাবে, আমাদের উচিত অপরের দু:খ কষ্ট নিয়ে সমব্যথী হওয়া। মঙ্গলের প্রতি আহবান ছাড়াও অমঙ্গল ও যে কোন ক্ষতিকে প্রতিরোধ করাও কি একজন খাঁটি বিশ্বাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয় ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন:

ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلْعَـٰبِدُونَ ٱلْحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلْـَٔامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

অর্থঃ তওবাকারীরা, উপাসনাকারীরা, মহিমাকীর্তনকারীরা, রোযা পালনকারীরা, রুকুকারীরা, সিজদাকারীরা, সৎকর্মে নিদের্শ- দানকারীরা ও অসৎকর্মে নিষেধকারীরা, এবং আল্লাহ্‌র চৌহদ্দি রক্ষাকারীরা। আর মুমিনদের তুমি সুসংবাদ দাও

তাই, আমাদের উচিত কর্তৃপক্ষ বা পারিবারিক সার্ভিস সেন্টারের নিকট্ অভিযোগ পেশ করা। , একইভাবে, যদি আমরা কাউকে দেখি সাধারণত যিনি খুব প্রফুল্ল চিত্তের মানুষ তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সবকিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে ধীর স্থির মানুষে পরিণত হয়ে যান, তাঁর ওপরে আমাদের নজর রাখা উচিত এবং দেখা উচিত তিনি আসলে কোনভাবে পীড়িত বা সাংসারিক নির্যাতনের শিকার কি-না।

আসুন, আমরা সবাই আমাদের স্ত্রীদের এবং পারিবারিক সদস্যদের প্রকৃত অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকল পারিবারের প্রতি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে শান্তি ও সুখ প্রদান করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَم وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.